আরডিএ
নিউজলেটার
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এর সাময়িকী

খন্ড ২৮ সংখ্যা ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

www.rda.gov.bd

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সুর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন আরডিএ মহিলা ক্লাবের সভানেত্রী ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সহধর্মিণী মিসেস নাহিমা আক্তার, আরডিএ অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও জেন্ডার) ড. শেখ মেহ্দী মোহাম্মদ এবং স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ মোকলেসুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এরপর একাডেমীর জামে মসজিদে যোহরের নামাজ শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের রুহের মাগফিরাত, দেশ ও জাতির সার্বিক মঙ্গল কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় একাডেমীর অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত খেলাধুলার পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম অলি উল্যা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আরডিএ, বগুড়ার গভীর শোক প্রকাশ

বেগম খালেদা জিয়া
(১৯৪৫-২০২৫)

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া গভীর শোক জ্ঞাপন করেছে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একজন আপসহীন, দৃঢ়চেতা ও প্রভাবশালী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর অবদান দেশের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এ মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় পরিসরের জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এবং শোকাহত পরিবার ও জাতিকে এই কঠিন সময় অতিক্রম করার জন্য ধৈর্য, সাহস ও শক্তি দান করুন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ২০০৪ সালে "চর জীবিকায়ন কর্মসূচি" এর উদ্বোধন করতে সশরীরে আরডিএ ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন।

বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাগণের দুই মাস মেয়াদি ৯৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত

বিসিএস (স্বাস্থ্য) কর্মকর্তাগণের ৯৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সাথে উপস্থিত ছিলেন ড. এ, কে, এম অলি উল্যা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

গত ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার যৌথ উদ্যোগে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাগণের দুই মাস মেয়াদি (০১ সেপ্টেম্বর-৩০ অক্টোবর, ২০২৫) ৯৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ৯৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক জনাব শেখ শাহ্‌রিয়ার মোহাম্মদ, যুগ্মপরিচালক, সহযোগী কোর্স পরিচালক জনাব শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, উপপরিচালক এবং কোর্স সমন্বয়কদ্বয় যথাক্রমে জনাব মোঃ তানজিল আনোয়ারী ও জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে মোট ৪০ জন নবীন চিকিৎসক কর্মকর্তা তাঁদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

'সংগঠন ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

গত ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও বিআরডিবি, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে পাঁচদিন মেয়াদি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালকগণের 'সংগঠন ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি, ঢাকা'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সর্দার মোঃ কেরামত আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি, ঢাকা'র পরিচালক, সরেজমিন (যুগ্মসচিব) জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান এবং একাডেমীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাচ দুটির কোর্স পরিচালক ড. শেখ মেহ্‌দী মোহাম্মদ, পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও জেন্ডার) ও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও কোর্স সমন্বয়কবৃন্দ জনাব মোঃ আল মামুন, উপপরিচালক এবং জনাব সুস্মিতা তাসনীম, সহকারী পরিচালক। পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কোর্সের দুই ব্যাচে মোট ৮০ জন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিসিএস (স্বাস্থ্য) কর্মকর্তাগণের ৯৭তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সাথে উপস্থিত ছিলেন ড. এ, কে, এম অলি উল্যা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

'বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ৯৭তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত

গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুই মাস মেয়াদি 'বিসিএস (স্বাস্থ্য) কর্মকর্তাগণের ৯৭তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ, কে, এম অলি উল্যা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া। এছাড়াও, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ খুরশীদ আলম, সিভিল সার্জন, বগুড়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কোর্সটির কোর্স পরিচালক ড. মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, যুগ্মপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া। এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন সহযোগী কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, উপপরিচালক এবং কোর্স সমন্বয়কবৃন্দ যথাক্রমে জনাব সুস্মিতা তাসনীম ও ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ। প্রশিক্ষণটিতে ৪০ জন বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নবীন চিকিৎসক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন।

কৃষি প্রযুক্তি মেলা/কর্মশালা

১৩তম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা, ২০২৫ অনুষ্ঠিত

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও লিমরা ট্রেড ফেয়ার এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেড কতৃর্ক যৌথভাবে আয়োজিত ২০-২২ নভেম্বর ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত ১৩তম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা, ২০২৫ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরা, কুড়িল, ঢাকা (আইসিসিবি) তে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুনীমা হাফিজ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ. কে. এম অলি উল্যা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন HE Paulo Fernando Dias Feres, Ambassador of Brazil, Dhaka, Bangladesh। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন।

অনুষ্ঠানে "Reimagining Bangladesh's Agriculture: A Smart Transformation through Innovation", শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মঞ্জুরুল আলম, কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও কনসালটেন্ট, FAO-Bangladesh. অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ড. মনিরুল ইসলাম, উপপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও আহবায়ক, ১৩তম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা এবং জনাব কাজী ছারোয়ার উদ্দিন, চেয়ারম্যান, লিমরা ট্রেড ফেয়ারস এন্ড এক্সিবিশনস্ (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা।

দেশীয় ও বিদেশী কারখানায় উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি, ওয়ার্কসপে ব্যবহৃত উপযোগিতার যন্ত্রপাতি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়াকৃত কৃষিপণ্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি, উদ্যান ফসলের উন্নয়ন প্রযুক্তি, বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি ও বীজ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, সৌর বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ও ডিজেল চালিত জেনারেটর, সেচ পাম্প, গবাদি পশু পাখির খাদ্য ও পুষ্টি উৎপাদন প্রযুক্তি, এছাড়াও মেলায় আরডিএ উদ্ভাবিত বিভিন্ন মডেল ও কৃষি, প্রযুক্তিসমূহের প্রদর্শনী করা হয়। এবারের মেলায় বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, কানাডা, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, তাইওয়ান, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ডসহ বিশ্বের মোট ১৮টি দেশের কৃষিপণ্য ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

বাংলাদেশে জলবায়ু সহনশীল মৌমাছি পালন, মৌ-পণ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা ও মৌচাষী সমাবেশ-২০২৫

গত ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) ও উত্তরবঙ্গ মৌচাষী সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশে জলবায়ু সহনশীল মৌমাছি পালন, মৌ-পণ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা ও মৌচাষী সমাবেশ-২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের মৌচাষ শিল্পের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন-"বাংলাদেশে মৌচাষের সম্ভাবনা অসীম। উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে এ খাত জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, আরডিএ, বগুড়া দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে মৌচাষীদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে, ভবিষ্যতেও সেই সহযোগিতা আরও বাড়ানো হবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন একাডেমীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরচিালক, বাসা ফাউন্ডেশন, ঢাকা। সমাবেশে আধুনিক মৌচাষ ব্যবস্থাপনা, কোলনি রক্ষণাবেক্ষণ, মৌমাছির রোগ প্রতিরোধ, উৎপাদন বৃদ্ধি, মৌমাছির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা- এ সব বিষয়ে পৃথক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রাকৃতিক পরাগায়ন বৃদ্ধিতে মৌমাছির ভূমিকা শুধুমাত্র মধু উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়; কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌমাছির উপস্থিতি ফসলের ফলন উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।

গবেষকরা মৌচাষকে অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে নয়, বরং কৃষিভিত্তিক সামগ্রিক অর্থনীতি একটি কৌশলগত অংশ হিসেবে দেখার আহ্বান জানান।

সোসাইটি নেতৃবৃন্দ জানান, উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক পরিবেশ মৌচাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। ইতোমধ্যেই এ অঞ্চলে মৌচাষে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং নতুন উদ্যোক্তারা মাঠে এসেছে। তবে প্রশিক্ষণের অভাব, মানসম্মত সরঞ্জামের সংকট, দুর্বল বাজার ব্যবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ- এ খাতের টেকসই উন্নয়নের পথে এখনো বড় বাধা। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, সরকারি সহযোগিতা ও কৃষি বিভাগ ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ মৌচাষকে দেশের অন্যতম লাভজনক কৃষিউদ্যোগে রূপ দিতে পারে।

দিনব্যাপী আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। পুরো সমাবেশ জুড়ে ছিল জ্ঞান বিনিময়, প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ এবং মৌচাষকে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও বাজারমুখী করার প্রত্যয়।

আরডিএ, বগুড়ায় 'ই-রিটার্ন দাখিল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়াতে গত ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে 'ই-রিটার্ন দাখিল' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রাজিয়া সুলতানা, পরিচালক (প্রশাসন), উপসচিব এবং সভাপতি ও কোর্স পরিচালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও কোর্স সমন্বয়ক জনাব শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)।

গবাদিপশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ায় ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ "গবাদিপশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা" বিষয়ক ৩০ দিন মেয়াদি ৩২তম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। এছাড়াও, আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কাজী আশরাফুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, বগুড়া এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), আরডিএ, বগুড়া। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ড. মাশরুফা তানজীন, উপপরিচালক এবং ডাঃ সুলতানা ফাইজুন নাহার, সহকারী পরিচালক। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশের নওগাঁ, রংপুর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, বগুড়া, নাটোর, মানিকগঞ্জ, পাবনা, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা থেকে অংশগ্রহণ করেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় গত ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পাঁচ দিন মেয়াদি আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। এছাড়া, কোর্স পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব খালিদ আওরংগজেব, যুগ্মপরিচালক ও জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন, সহকারী পরিচালক । প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

'উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সেবা প্রধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর 'উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান, পরিচালক (কৃষিবিজ্ঞান), কোর্স সমন্বয়ক যথাক্রমে জনাব শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, উপপরিচালক এবং জনাব সুস্মিতা তাসনীম, সহকারী পরিচালক। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১৪টি উপজেলার ৩৮ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

নাটায় অনুষ্ঠানরত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এর আরডিএ সংযুক্তি কার্যক্রম

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-তে অনুষ্ঠানরত এন-৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এর আরডিএ সংযুক্তি কার্যক্রম ০৮-১৩ নভেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে নার্সভুক্ত ১১ টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ৪০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। বিশেষ অতিথি হিসেবে জুম প্লাটফর্মে যুক্ত ছিলেন নাটা'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল আজম খান। সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন উক্ত কোর্সের কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ গোলাম রায়হান, উপপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর। আরও উপস্থিত ছিলেন সংযুক্তি কার্যক্রমের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবিদ হোসেন মৃধা, যুগ্মপরিচালক, কর্মসূচির সমন্বয়ক জনাব মোছাঃ রেবেকা সুলতানা, উপপরিচালক ও ড. মাশরুফা তানজীন, উপপরিচালক।

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্য হ্রাসকরণ শীর্ষক সংযুক্তি কার্যক্রম

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এ অনুষ্ঠানরত বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ২০৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের "পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক সংযুক্তি কার্যক্রম গত ২৩-২৭ নভেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়। কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং প্রফেসর স্বপন কুমার সাহা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংযুক্তি কর্মসূচির কোর্স পরিচালক মিজ সারাওয়াত রশীদ, যুগ্মপরিচালক এবং কোর্স সমন্বয়কবৃন্দ জনাব মোঃ তানবিরুল ইসলাম, উপপরিচালক ও মিজ আন্দালীব মাহেজাবীন, উপপরিচালক। উক্ত কোর্সে শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন ব্যাচের মোট ৮৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোস অনুষ্ঠিত

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াতে গত ১২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল্লাহ আবু জাহের, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোস সমন্বয়ক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আলআমিন, সহকারী পরিচালক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)।

সার্ক কৃষি কেন্দ্রের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র কৃষকের জীবনমান উন্নয়নে নতুন দিগন্ত

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুই দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প "ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবিকা উন্নয়ন: মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক ব্যবসা সম্প্রসারণ"। সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ)-এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা পাঁচটি সদস্য দেশে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্য উন্নয়ন এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের আওতায় কাঁঠাল ও কাসাভা চিপস, গাজর ও মুলার আচার, আদা গুড়া, মোরিঙ্গাভিত্তিক পণ্য ও ভার্জিন নারকেল তেলের মতো বহু উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি করা হয়, যা কৃষিপণ্যের অপচয় রোধ ও আয় বৃদ্ধিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, ভুটানে কৃষি বিপণন ও সমবায় বিভাগ, ভারতে এম.এস. স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মালদ্বীপে কৃষি ও প্রাণী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রীলঙ্কায় কৃষি বিভাগ বাস্তবায়ন করে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. এ, কে, এম অলি উল্যা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরডিএ, বলেন, "প্রকল্পটি জাতীয় নীতিমালা শক্তিশালীকরণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সার্ক দেশগুলোর কৃষিভিত্তিক মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।"

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সার্ক কৃষি কেন্দ্রের পরিচালক ড. হারুনূর রশিদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ছয় বছরের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে বলেন, "এ প্রকল্প ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় ও উদ্যোক্তা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।"

বিশেষ অতিথি তানভির আহমেদ তরফদার, পরিচালক (এআরডি ও এসডিএফ), সার্ক সচিবালয়, প্রকল্পের সাফল্যের প্রশংসা করে বলেন, "আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা এখন সময়ের দাবি।"

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াসিম শাহজাদ, অফিসার ইন চার্জ, সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ)। তিনি সার্ক কৃষি কেন্দ্র ও অংশীদারদের প্রশংসা করে বলেন, "এ প্রকল্পের সাফল্য দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের সূচনা করেছে।" এছাড়া, শবনম শিবাকোটি, সদস্য, এসএসি গভর্নিং বোর্ড ও যুগ্মসচিব, নেপাল কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, টেকসই মূল্য সংযোজিত কৃষি ব্যবসার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নীতিগত সামঞ্জস্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকল্পের সমন্বয়ক ড. মো. ইউনুস আলী উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রকল্পের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন এবং আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান জানান। ড. নওশের আলী সারদার, প্রকল্প সম্পন্ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, যেখানে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, ফসল পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি গ্রহণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিষয়গুলো উঠে আসে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা হিসেবে জনাব আদিলুর রহমান খানের দায়িত্ব গ্রহণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এবং আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত Vrije Universiteit থেকে আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক আইনে (এলএলএম) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। একজন আইনজীবী হিসেবে, তিনি তাঁর পেশাগত জীবনে অনেক মানবাধিকার মামলা পরিচালনা করেছেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সাংবিধানিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় সহায়তা করেছেন, যার মধ্যে ফৌজদারি সংশোধন সংক্রান্ত মামলা এবং অবৈধ আটককে চ্যালেঞ্জ করা অন্তর্ভুক্ত। একজন আইনজীবী হিসেবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০০ জন আটক ব্যক্তির মুক্তি অর্জনেও সফল হন। তিনি ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের মে মাসে সামরিক-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পদত্যাগ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন। ডিএজি হিসেবে তিনি মানব পাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ফোকাল পারসন ছিলেন।

আদিলুর রহমান খান বাংলাদেশি জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং এশীয় অঞ্চলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশে মানবাধিকারের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠা বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত। ২০১৪ সালে, তিনি মানবাধিকারের জন্য গোয়াংজু পুরস্কার, ৩১তম বার্ষিক রবার্ট এফ. কেনেডি মানবাধিকার পুরস্কার এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক বার অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ) মানবাধিকার পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ২০১৪ সালের মানবাধিকারের জন্য মার্টিন এনালস্ পুরস্কারের দ্বিতীয় স্থান অধিকারীও ছিলেন। ২০১৭ সালে তিনি মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের জন্য ফ্রাঙ্কো-জার্মান পুরস্কার লাভ করেন।

আরডিএ, বগুড়ার সহকারী পরিচালক মোঃ মারুফ আহমেদের গবেষণা প্রবন্ধ আন্তজার্তিক জার্নালে প্রকাশিত

চায়নাতে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত পিএইচডি গবেষক ও আরডিএ, বগুড়ার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মারুফ আহমেদের পিএইচডি গবেষণার অংশ হিসেবে "Urban Green Space and Mental Health: Mediating Roles of Physical Activity and Social Cohesion" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ American Journal of Health Promotion (SAGE) নামক একটি আন্তজার্তিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণার বিষয় ছিল বাংলাদেশের ঢাকা নগরের সবুজ স্থানগুলিতে প্রবেশাধিকার, শারীরিক কার্যকলাপ এবং সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির উপর দৃশ্যমান প্রভাব ফেলছে তার উপর।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদে জনাব মোহাঃ শওকত রশীদ চৌধুরীর যোগদান

(শেষ পৃষ্ঠার পর) তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৫তম ব্যাচের একজন সদস্য। তিনি সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ১৯৯৫ সালের ১৮ নভেম্বর হবিগঞ্জ কালেক্টরেট অফিসে যোগদান করেন। জনাব মোহাঃ শওকত রশীদ চৌধুরী চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ থেকে এইচএসসি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে গভর্নেন্স স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিকসের আরও একটি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করেন। তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন।

জনাব মোহাঃ শওকত রশীদ চৌধুরী দেশে দক্ষতা ও কৃষিমূলক বিভিন্ন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, আইন ও প্রশাসন কোর্স, আর্থিক অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা (FEEM) কোর্স, ট্রেনিং ইন বাজেটিং এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (টিআইবিএস) সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন গভর্ন্যান্স স্ট্যাডিজ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিদেশে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক থাইল্যান্ডের মহিদল ইউনিভার্সিটির এফপিএইচ-এ জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, মালয়েশিয়ায় রেলওয়ে অবকাঠামো সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ইন্দোনেশিয়ায় ট্রেনিং অন কমিউনিটি ক্লিনিক, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককুয়ারি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণসহ সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য ভারত, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

জনাব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার চাতরী গ্রামের ঐতিহাসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষ হলেন ফতে খান। যিনি ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব শাহ সুজার প্রধান সেনাপতি। তিনি বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের জনক।

গবেষণা কর্ম

গবেষণা সারসংক্ষেপ

The Effect of Vermicompost and Tricho-compost Doses on Vegetative Growth and Yield Performance of Rice at RDA Demonstration Farm শীর্ষক গবেষণায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রদর্শনী খামারে ধান উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও ট্রাইকো-কম্পোস্টের একক এবং রাসায়নিক সারের সাথে সমন্বিত ব্যবহারের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, ৫০% রাসায়নিক সার ও ৫০% ভার্মিকম্পোস্টের সমন্বিত প্রয়োগে উদ্ভিদের প্রধান বৃদ্ধি সূচকসমূহে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায় এবং সর্বোচ্চ ধান ফলন (৬,৭৫৩.৪৪ কেজি/হেক্টর) অর্জিত হয়। এই গবেষণা ধান উৎপাদন বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমাতে সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনাকে একটি কার্যকর ও টেকসই পদ্ধতি হিসেবে তুলে ধরে।

ড. মোহাম্মদ আবিদ হোসেন মৃধার আরডো প্রোগ্রামের অধীনে আইআইটি, দিল্লিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার এর যুগ্ম পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবিদ হোসেন মৃধা গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লিতে, আফ্রিকান-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (AARDO) কর্তৃক আয়োজিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) সংস্থায় "Energy Planning and Renewable Energy System for Rural Areas" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ, গাম্বিয়া, ওমান, জর্ডান, ইসোয়াতিনি, জাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, কেনিয়া এবং মরিশাসসহ নয়টি আন্তর্জাতিক দেশের সর্বমোট ১০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ড. মোহাম্মদ আবিদ হোসেন মৃধা গ্রামীণ এলাকার জন্য প্রযোজ্য নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি ও শক্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন এবং এটা তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

পিএইচডি ফেলো ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলামের গবেষণা কাজে ইউরোপ ভ্রমণ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার প্রটোকল অফিসার ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি এন্ড অবসট্রেটিক্স বিভাগে পিএইচডি ফেলো হিসেবে অধ্যয়নরত। তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ফেলোশীপের আওতায় পিএইডি গবেষণায় অংশগ্রহণ করছেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত ফেলোশীপের আওতায় অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত University of Veterinary Medicine (Vet Meduni) Vienna-তে ভিজিটিং রিসার্চার হিসেবে দুই মাসব্যাপী "Genetic Data Analysis" শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তিনি উন্নত জেনেটিক ডাটা এনালাইসিস ও আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অস্ট্রিয়ার সাইবাসড্রপে অবস্থিত IAEA Gi Animal Health and Production Laboratory তে Genomic Admixture এনালাইসিস এর উপর ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন।

ডাঃ ইসলামের পিএইচডি গবেষণার শিরোনাম হলো "Application of Genomic Tools for Selection of Friesian Crossbred Cattle with Increased Productivity and Adaptability in Bangladesh". প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশের Friesian crossbred গাভী, বকনা ও প্রজনন ষাঁড়ের জেনেটিক ডাটা বিশ্লেষণ, বিশেষত Admixture Analysis এর কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রচলিত আধুনিক প্রাণিসম্পদ লালন-পালন পদ্ধতি, গবেষণা, জেনেটিক মূল্যায়ন ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের লক্ষ্যে জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, শ্লোভেনিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র পরিদর্শন করেন।

তাঁর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক জাত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করা যায়।

প্রায়োগিক গবেষণা

জলবায়ু সহিষ্ণু রাণী মৌমাছির প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন: পল্লী উন্নয়নে নতুন দিগন্ত

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ায় "জলবায়ু সহিষ্ণু রাণী মৌমাছির প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ গবেষণা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে উন্নত ও উৎপাদনক্ষম মৌমাছির জাত উদ্ভাবন এবং টেকসই মৌচাষ ব্যবস্থাপনার প্রসার।

গবেষণার আওতায় ক্রস ব্রিডিং পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত মানের রাণী মৌমাছি ও পুরুষ (ড্রোন) মৌমাছি উৎপাদন করার মাধ্যমে মৌচাষে মধুর উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। মধুর পাশাপাশি পোলেন, মৌবিষ, মোম ও রয়েল জেলি উৎপাদনের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৌচাষীদের আয় বৃদ্ধি এবং বহুমুখী জীবিকায়ন নিশ্চিত করবে।

এ গবেষণা কার্যক্রমে গবেষক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন আরডিএ, বগুড়ার অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ড. মনিরুল ইসলাম, উপপরিচালক, মিজ অন্তরা খাতুন, সহকারী পরিচালক ও জনাব মোঃ আব্দুল আলিম ভূইয়া, মৌচাষ বিশেষজ্ঞ। গবেষকরা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এটি বাংলাদেশের মৌচাষ খাতে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রজনন কেন্দ্রটি স্থাপনের ফলে জলবায়ু সহিষ্ণু মৌমাছির জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে যা, পল্লী অর্থনীতি, কৃষি উৎপাদন, পরাগায়ন ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

Green RDA
Clean RDA

গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা

সহকারী পরিচালক নূর মোহাম্মদের গবেষণা প্রবন্ধ আন্তজার্তিক জার্নালে প্রকাশিত

সৌদি আরবের জেদ্দায় কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পিএইডি গবেষক ও আরডিএ, বগুড়ার সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদের পিএইচডি গবেষণার অংশ হিসেব "Impact of Polyacrylamide, Mulching, and Deficit Drip Irrigation on Squash Water Use Efficiency, Plant Productivity, and Soil Properties" শীর্ষক গবেষণার প্রবন্ধ সম্প্রতি American Society for Horticultural Science নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল স্কোয়াশের উপর পলিঅ্যাক্রিলামাইড, মালচিং, এবং ড্রিপ সেচের ঘাটতির ফলে পানি ব্যবহারের দক্ষতা, উদ্ভিদ উৎপাদনশীলতা এবং মাটির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ। তার গবেষণার লক্ষ্য ছিল, তিনটি স্তরের ঘাটতি ডিপ সেচের অধীনে (ফসলের জলের প্রয়োজনের হার ৬০, ৮০ ও ১০০%) অবস্থায় তিনটি স্তরের মালচিং এর ব্যবহার [স্বচ্ছ প্লাস্টিক মালচ, গমের খড় মালচ এবং খালি মাটি] ও পলিঅ্যাক্রিলামাইডের তিনটি ভিন্ন প্রয়োগের (০, ১০, ও ২০ কেজি/হেক্টর) ফলে স্কোয়াশ গাছের উৎপাদনশীলতা, পানি ব্যবহারের দক্ষতা ও মাটির বৈশিষ্ট্যের এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। তিনটি প্রতিলিপি সহ একটি বিভক্ত-বিভক্ত প্লট নকশা ব্যবহার করে, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সালের রোপণ মৌসুমে সৌদি আরবের জেদ্দার হাদা আল শামে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। গবেষণার ফলাফলে পাওয়া যায় যে, পলিঅ্যাক্রিলামাইডের এর সম্মিলিত এবং এককভাবে ব্যবহারের ফলে ও ঘাটতি ডিপ সেচের অধীনে মালচিং প্রয়োগে উভয় মৌসুমে স্কোয়াশের ফলন এবং পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পলিঅ্যাক্রিলামাইডের শুন্য মাত্রার প্রয়োগের সাথে তুলনা করলে, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ মৌসুমে যখন পলিঅ্যাক্রিলামাইডে ২০ কেজি হেক্টর হারে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তখন স্কোয়াশের প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.১৯% এবং ২২.৭২%। মালচিং হিসেবে খালি মটির সংগে তুলনা করলে, স্বচ্ছ প্লাস্টিক মালচ এবং গমের খড় মালচ ব্যবহারের ফলে ২০২৩-২৪ মৌসুমে খালি মাটির মালচিং এর তুলনায় যথাক্রমে স্কোয়াশ ফলের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে ৬১.৩২% এবং ২৪.৪৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, পলিঅ্যাক্রিলামাইডের শুন্য মাত্রার প্রয়োগের সাথে তুলনা করলে ২০ এবং ১০ কেজি হেক্টর হারে পলিঅ্যাক্রিলামাইডে প্রয়োগে যথাক্রমে ১৬.১১% এবং ৮.৭৮% ফলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ২০২৩-২৪ মৌসুমে ১০০% এবং ৬০% ডিপ সেচ এর তুলনায়, ৮০% ডিপ সেচ যথাক্রমে পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ১২.৮২% এবং ২৫.৭১% সাহায্য করেছে। খালি মটির মালচিং এর এর তুলনায়, গমের খড় মালচ ব্যবহারের ফলে ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ মৌসুমে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০.০% এবং ২৮.৫৭% বৃদ্ধি করেছে। স্কোয়াশ ক্ষেতে, মালচিং এবং পলিঅ্যাক্রিলামাইডের প্রয়োগের ফলে পরীক্ষামূলক মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, জিংক, ম্যাগনেসিয়াম এবং বোরন এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শুষ্ক ভূমিতে, পলিঅ্যাক্রিলামাইড এবং মালচিং একত্রিত করে ব্যবহার করলে মাটির গুণমান উন্নত হয় এবং স্কোয়াশ গাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

সহকারী পরিচালক মোঃ মারুফ আহমেদের গবেষণা পুস্তক আকারে প্রকাশিত

চায়নাতে অধ্যয়নরত পিএইচডি গবেষক ও আরডিএ, বগুড়ার সহকারী পরিচালক মোঃ মারুফ আহমেদের পিএইচডি গবেষণার অংশ হিসেবে "Social Safety Net Programs in Bangladesh" গবেষণাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সিংগাপুরের Springer Nature Palgrave Macmillan প্রকাশনীতে পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটি বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কাঠামো বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক সুরক্ষা এবং নীতি কার্যকারিতা ও ফলাফলের উপর আলোকপাত করে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে, এ গবেষণায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির (SSNPs) আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের জীবিকা উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগের কার্যকারিতা চিহ্নিত করা হয়েছে। চারটি ইউনিয়নের নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় রাজনীতিবিদসহ মোট ২০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের নিকট ৬ পয়েন্ট Likert- স্কেলে প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন ৭০% উত্তরদাতা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং ২৮% নাগরিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ছিল। একইভাবে, ৪২% উত্তরদাতারা সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন। ৩৯% উত্তরদাতা মনে করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সহায়ক ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অক্ষমতার কারণে নাগরিকরা প্রায়শই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হলেও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার ফলে সকলের দাবি পুরণ করা সম্ভব হয়। মহামারী বৃদ্ধির ফলে ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচি আশংকাজনক ভাবে কমে গিয়েছিল। করোনা প্রাদুর্ভাবের সময় সরকার অভাবী লোকদের কম সুদে ঋণ দিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদগুলি সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে খাদ্য, চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা দিয়েছে। সরকার বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সফলভাবে কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছে। যদি ইউনিয়ন পরিষদসমূহ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে এক সঙ্গে কাজ করলে তাহলে প্রান্তিক মানুষের আর্থিক এবং জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নত করা সম্ভব হবে। নাগরিকদের মতামত বিবেচনা করা এবং তৃণমূলের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলে স্থানীয় পর্যায়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

যুগ্মপরিচালক সারাওয়াত রশীদ ও শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদের গবেষণা পুস্তক আকারে প্রকাশিত

এই গুণগত গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বিবাহবিচ্ছেদকে ঘিরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামে বিবাহবিচ্ছেদকে একটি গুরুতর সামাজিক কলঙ্ক হিসেবে দেখা হতো ও বিবাহবিচ্ছেদের জন্য নারীদেরই বেশি দোষারোপ করা হতো এবং এর ফলে তারা সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে পড়তেন। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারীরা নানারকম সামাজিক সংকট উদাহরণস্বরূপ, পুনর্বিবাহে জটিলতা, আর্থিক সংকট, পারিবারিক সম্মানহানি ও সামাজিক গুজবের শিকার হতেন এবং অসুখী বা নির্যাতনমূলক দাম্পত্য সম্পর্ক থেকেও বেরিয়ে আসার সাহস পেতেন না। তবে বর্তমানে নারীদের শিক্ষার প্রসার এবং আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ধীরে ধীরে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সারাদেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে স্থানীয়

এনজিও ও নারী সহায়তা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং ও আশ্রয় সেবা প্রদান পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে ভূমিকা রাখছে।এই পরিবর্তনগুলো অনুধাবনের জন্য নওগাঁ ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, যদিও বিশ্বব্যাপী শহরাঞ্চলে বিবাহবিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও গ্রামীণ এলাকাতেও নারী-উদ্যোগে বিবাহবিচ্ছেদের একটি নতুন প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, যা দাম্পত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিফলন। এছাড়া গবেষণায় যৌতুক ও দেনমোহরকে ঘিরে প্রচলিত ব্যবসায়িক মানসিকতা কীভাবে বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে এবং পারিবারিক সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বর্তমান সময়ে তালাকপ্রাপ্ত অভিভাবকদের বিশেষত একক অভিভাবকদের যেসব সামাজিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, তাও আলোচিত হয়েছে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কে আবেগগত দূরত্ব, প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকা, বিরক্তি ও অনাগ্রহ, আর্থিক দ্বন্দ্ব এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুর্বল যোগাযোগ। পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মোবাইল ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ডিজিটাল বিচ্ছিন্নতা এবং অনলাইনভিত্তিক পরকীয়াকে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণায় "লাল, সবুজ ও গোলাপি সংকেত" ধারণার মাধ্যমে ছোটখাটো সমস্যাগুলো কীভাবে ধীরে ধীরে বড় দাম্পত্য ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বয়স্ক দম্পতিদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ বা "গ্রে ডিভোর্স"-এর বিশেষ মানসিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার উপসংহারে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় দাম্পত্য সম্পর্ককে আরও সুস্থ, সম্মানজনক ও টেকসই করতে হলে সমাজে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা জরুরি। এর জন্য কার্যকর আইনি সুরক্ষা, সামাজিক সহায়তা এবং সহজলভ্য কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বিবিধ

সমবায়ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণে নতুন দিগন্ত

সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন শেষে আরডিএ,বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্যা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বাংলামার্কের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার বাস্তবায়নে "সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে ১০ দিন মেয়াদি (০৮-১৭ অক্টোবর, ২০২৫) কৃষিযন্ত্র চালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সমবায়ভিত্তিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে শ্রম ও সময় সাশ্রয় করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন। এর আওতায় সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে 'মেকানাইজেশন ভিলেজ' প্রতিষ্ঠা, কৃষি যন্ত্রের লাভজনক ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা, কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে টেকসই কৃষি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বগুড়া জেলার শেরপুর, শাজাহানপুর, সদর ও নন্দীগ্রাম উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ. কে. এম. অলি উল্যা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ. কে. এম. সাইফুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক (এসএফএমআরএ প্রকল্প), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি), গাজীপুর এবং মোছা. রেবেকা সুলতানা, উপপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক (সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলামার্কের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম।

শোক সংবাদ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র অবসরপ্রাপ্ত রিসার্স সুপারভাইজার জনাব মোঃ শামছুল আলম গত ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আরডিএ, বগুড়া পরিবার তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও প্রয়াত সহকর্মীর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের গাড়ী অবসরপ্রাপ্ত গাড়ী চালক জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আরডিএ, বগুড়ার পরিবার তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও প্রয়াত সহকর্মীর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

‘নতুন কুঁড়ির’ বিজয়ীদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক পরিচালিত ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গ্রুপে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আরডিএ, বগুড়ায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয়। এর মধ্যে আজমাইম আরহাম প্রান্ত জাতীয় পর্যায়ে নজরুল সংগীত, খ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্ল্যা কৃতিত্বের স্মারক হিসেবে তাদের ক্রেস্ট প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয়, মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতিনিধি, গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা এইচএসসি-২০২৫

গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্ল্যা কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং কৃতিত্বের স্মারক হিসেবে তাদের হাতে ক্রেস্ট প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয়, মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতিনিধি, গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় তথ্য উপদেষ্টা জনাব মোঃ মাহফুজ আলম এর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে আজমাঈন আরহাম প্রান্ত

নতুন কুঁড়ি ২০২৫ ফাইনাল রাউন্ডে দেশ সেরা আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের আজমাঈন আরহাম প্রান্ত

নতুন কুঁড়ি ২০২৫ ফাইনাল রাউন্ডে দেশ সেরা হয়েছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের আজমাঈন আরহাম প্রান্ত। সে আরডিএ স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। একাডেমীর মহাপরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে প্রান্তকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রীতি ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা-২০২৫

প্রীতি ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর বিজয়ী দলকে ট্রফি ও মেডেল প্রদান করেন আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্ল্যা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রীতি ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতায় একাদশ শ্রেণি দ্বাদশ শ্রেণিকে ০৩-০১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে একাডেমীর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ, কে, এম অলি উল্ল্যা উপস্থিত থেকে কোমলমতী ক্রীড়াবিদদের হাতে ট্রফি ও মেডেল প্রদান করে তাদের অনুপ্রাণিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মহাপরিচালক মহোদয়ের সহধর্মিণী, অধ্যক্ষ মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আরডিএ নিউজলেটার

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এর সাময়িকী

খন্ড ২৮ সংখ্যা ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

www.rda.gov.bd

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা হিসেবে জনাব আদিলুর রহমান খানের দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব আদিলুর রহমান খান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী এবং একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি ১৯৬১ সালের ০২ জুলাই বাংলাদেশের ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক, এলএলবি (অনার্স) *(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যঃ)*

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদে জনাব মোহাঃ শওকত রশীদ চৌধুরীর যোগদান

জনাব মোহাঃ শওকত রশীদ চৌধুরী (৬৩৩৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান ০২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হিসেবে ০৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে যোগদান করেন। যোগদানের অব্যাহিত পূর্বে তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যঃ)

সম্পাদক

ড. শেখ মেহ্‌দী মোহাম্মদ
পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও জেন্ডার)

সম্পাদকীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ
ইঞ্জিনিয়ার শেখ সায়েম ফেরদৌস, উপপরিচালক
শুভাগত বাগচী, উপপরিচালক
ড. মাশরুফা তানজীন, উপপরিচালক
সাখাওয়াত উল্লাহ, সহকারী পরিচালক
মোঃ নজরুল ইসলাম, পাবলিকেশন অফিসার

আলোকচিত্র
মহিত উল আলম, অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার

প্রকাশনায়
ড. এ, কে, এম অলি উল্যা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

পোস্ট: আরডিএ-৫৮৪২, বগুড়া, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৫১-৭৮৬০৩
ওয়েব: www.rda.gov.bd

সম্পাদকীয়

বিজয়ের এ মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করে শুরু করছি। এখানে আমি স্মরণ করতে চাই, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি তাঁর তৃতীয় দফা শাসনামলে (২০০১-২০০৬) দীর্ঘসময়ে অবহেলিত চরাঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে আরডিএ, বগুড়া সরেজমিনে কাজ করা শুরু করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানটি পল্লী উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের টেকসই ও সবুজ মডেল উদ্ভাবন এবং এর সম্প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। একাডেমী কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ এবং উদ্ভাবনী গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে যা জুলাই চব্বিশ ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তবর্তী সরকারের স্বনির্ভর বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একাডেমীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আরডিএ'র চলমান কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। বর্তমান নিউজলেটারটি একাডেমীর সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের খানিকটা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। আশা রাখছি যে, সম্মানিত পাঠকগণ বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন খাতে আরডিএ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে জেনে উপকৃত ও আনন্দিত হবেন।

ড. শেখ মেহ্‌দী মোহাম্মদ

মুদ্রণঃ শোভাননী অ্যাডভার্টাইজিং এন্ড মাল্টিমিডিয়া, বগুড়া